ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

তারিখঃ ১৫ চৈত্র ১৪২৭ / ২৯ মার্চ ২০২১

প্রশাসনিক পরিপত্র নং-১৫ /২০২১

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ২৫.০২.২০২১ তারিখের ৫৯২তম সভায় "আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা-২০২১" অনুমোদিত হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত "আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা-২০২১" সকলের অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।

০২। কর্পোরেশনের অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে "আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা-২০২১" অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

০৩। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

(তানজিনা চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ।
৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা ২০২১

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা-২০২১।

পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইসিবি'র পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অনুশাসন অনুসরণ করে আইসিবি বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মূলত দায়-দেনা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে খেলাপী কোম্পানি/ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার আবেদন কেইস টু কেইস মেরিট বিবেচনা করে প্রকল্পের সুদ মওকুফ করা হয়ে থাকে। সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক/বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আইসিবি অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭, তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৬ খ্রিঃ ও নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭, তারিখ: ১২/০২/২০০৮ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে সুদ মওকুফের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিষ্পত্তি করছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক/বিশেষায়িত ব্যাংক এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ও সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে স্ব স্ব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আইসিবি যথাযথ নিয়মাচার পরিপালন করে এ যাবত সুদ মওকুফের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব নিষ্পত্তি করলেও এ বিষয়ে আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। তবে, পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত "প্রকল্প অর্থায়ন ও ঋণ আদায় ম্যানুয়াল-২০১৯" এর মাধ্যমে ঋণ আদায় সংক্রান্ত কাজের ধারাবাহিক কার্য পদ্ধতি, দায় দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আদায় সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বিস্তারিত উল্লেখ না থাকায় বিভিন্ন অস্পষ্টতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সুদ মওকুফের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায়ের কাজ প্রলম্বিত হয়।

এ প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০০৬ এবং ২০০৮ তারিখের নির্দেশনা, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক/বিশেষায়িত ব্যাংক এর প্রণীত নীতিমালার আলোকে এবং সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো যা নিম্নরূপ:

১.০। শিরোনাম:

এ নীতিমালা "আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্পের সুদ মওকুফ নীতিমালা-২০২০" নামে অভিহিত হবে।

২.০। প্রযোজ্যতা:

এ নীতিমালা কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থায়িত/বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের সুদ মওকুফ ও ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.০। সংজ্ঞা:

৩.১. "বোর্ড" অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড।

চলমান পাতা -২

৩.২. **"কোম্পানি"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ (ঘ) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানি এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বাংলাদেশে নিগমিত বা বিধিবদ্ধ কোন সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৩. **"ঋণ"** অর্থ অগ্রিম, ধার, বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা বা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

৩.৪. **"অগ্রিম"** অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণ।

৩.৫. **"বিনিয়োগ"** অর্থ ইক্যুইটি বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ এবং অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ।

৩.৬. **"ডিবেঞ্চার"** অর্থ ডিবেঞ্চারসমূহ ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৭. **"শেয়ার"** অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত অথবা বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত যে কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধিত শেয়ার।

৩.৮. **"সিকিউরিটিজ"** অর্থে,-

(ক) Securities Act, 1920 (X of 1920) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি সিকিউরিটি।

(খ) কোম্পানির সম্পদের উপর লিয়েন অথবা অধিকার (Charge) সৃষ্টিকারী কোন উপাদান। এবং

(গ) কোম্পানির ঋণ অথবা ঋণগ্রস্ততা আরোপকারী কোন উপাদান যার উপর কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে অথবা যার উপর কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত যুগ্মভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, এবং যার মধ্যে কোন স্টক, বিনিয়োগযোগ্য শেয়ার, স্ক্রীপ, নোট, ঋণপত্র, ঋণপত্র স্টক, বন্ড, বিনিয়োগ চুক্তি, ডেরিভেটিভ, কমোডিটি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট, অপশন্স কন্ট্রাক্ট, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড এবং পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক সনদ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত প্রদত্ত চাঁদা এবং সাধারণভাবে কোন দাবী অথবা উপাদান, যা সাধারণভাবে সিকিউরিটি হিসাবে পরিচিত; এবং কোন জমার সনদ, দাবীর সনদ অথবা অংশগ্রহণ, অস্থায়ী অথবা অন্তর্বর্তী সনদ, গ্রহণের দলিল, অথবা কোন ওয়ারেন্ট অথবা চাঁদা প্রদানের অধিকার অথবা উপর্যুক্ত কোন উপাদানের ক্রয় অন্তর্ভুক্ত হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মুদ্রা বা নোট, খসড়া, বিনিময়যোগ্য বিল বা ব্যাংক কর্তৃক গৃহিতব্য বা কোন নোট যার পরিপক্কতা (maturity) বা নবায়নের মেয়াদ অতিরিক্ত সময় ব্যতিরেকে, বারো মাসের অধিক নয়, তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.৯ **"ঋণ গ্রহীতা"** অর্থ আইসিবি হতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প স্থাপন/বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উদ্যোক্তা/পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার অত্র সংজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত হবেন।

৩.১০ **"আরোপিত সুদ"** অর্থ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত ঋণ হিসাবের অর্জিত সাধারণ সুদকে বুঝাবে।

৩.১১. **"অনারোপিত সুদ"** অর্থ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক মন্দমানে (Bad/Loss) শ্রেণিকৃত ঋণ হিসাবের অর্জিত সাধারণ সুদ ও বিলম্বিত সময়ের সুদের সমষ্টিকে বুঝাবে।

চলমান পাতা -৩

৩.১২. **"সুদ অনিশ্চিত হিসাব (Interest Suspense Account)"** অর্থ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০১২ এর নির্দেশনা মোতাবেক Sub-Standard ও Doubtful মানে শ্রেণিকৃত ঋণ হিসাবের অর্জিত সুদকে বুঝাবে।

৪.০। আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

কোম্পানির পক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি(গণ) সুদ মওকুফের জন্য আবেদন করতে পারবেন:

৪.১. উদ্যোক্তা/পরিচালক।

৪.২. ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারী(গণ) (ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে)।

৪.৩. ঋণের জামিনদাতা(গণ)।

৪.৪. জামিনদাতার উত্তরাধিকারী(গণ) (জামিনদাতার মৃত্যু হলে)।

৪.৫. যৌক্তিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি(গণ)।

৫.০। নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতিতে সুদ মওকুফ প্রদান করে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব নিষ্পত্তি করা যাবে:

৫.১. তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় নিশ্চিত এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ।

- কিস্তিতে পরিশোধ (সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে)।
- এককালীন নিষ্পত্তি (৯০ দিনের মধ্যে)।

৫.২. তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের শর্ত শিথিল করে এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ (অনুচ্ছেদ-১০ বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রে)।

- কিস্তিতে পরিশোধ (সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে)।
- এককালীন নিষ্পত্তি (৯০ দিনের মধ্যে)।

৬.০। তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় নিশ্চিত এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফঃ

৬.১. নিম্নোক্ত যে কোন এক বা একাধিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে:

৬.১.১. ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হতে হবে।

৬.১.২. ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী না পাওয়া বা উত্তরাধিকারী থাকলেও সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা না থাকা।

৬.১.৩. ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার ডিক্রী পাওয়া সত্ত্বেও বন্ধকীকৃত সম্পত্তি নিলাম ডাক হলেও উপযুক্ত মূল্য প্রদানে আগ্রহী ক্রেতা বা কোন ক্রেতা না পাওয়া।

৬.১.৪. বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের উপর কোনরুপ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা বা অধিগ্রহণের কারণে ব্যবসার ক্ষতি হওয়া বা অন্য কোন সহায়ক জামানত (Collateral) না থাকা।

৬.১.৫. ঋণের বিপরীতে যদি সহায়ক জামানত (Collateral) না থাকে এবং সমুদয় পাওনার অর্থ ঋণগ্রহীতা বা তার উত্তরাধিকারী(গণের) পরিশোধের সঙ্গতি না থাকে।

৬.১.৬. সহায়ক জামানত (Collateral) বিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা বা জামিনদাতার স্থাবর সম্পত্তির হদিস না পাওয়ার কারণে আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে বকেয়া আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়লে।

৬.১.৭. উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে ব্যবসা/প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

চলমান পাতা -৪

৭.০। কিস্তিতে পরিশোধ (সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে) এর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ:

অনুচ্ছেদ ৬.১ এ বর্ণিত এক বা একাধিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় নিশ্চিত এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ করা যাবে।

৭.১. **ডাউন পেমেন্ট:**

মামলাবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে: মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ১৫% অথবা মোট লেজার স্থিতির (Total Outstanding) ১০% এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।

মামলাধীন ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে: মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ১৫% ও হালনাগাদ ব্যয়িত আইন খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ।

৭.২. ঋণগ্রহীতার সুদ মওকুফ আবেদন গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে জমাকৃত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গ্রহণপূর্বক স্থগিত হিসাবে সংরক্ষণ করা যাবে।

৭.৩. ঋণ আদায়ের স্বার্থে যৌক্তিক বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ড ডাউন পেমেন্টের ন্যুনতম পরিমাণ শিথিল করে সুদ মওকুফের আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে এ জাতীয় প্রতিটি কেস ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৭.৪. **সুদ মওকুফের পরিমাণ/সীমা:**

৭.৪.১. **মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে:** প্রভিশন খাত, আয় খাত এবং সুদ অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট না করে অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ৭৫% মওকুফযোগ্য।

৭.৪.২. **মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে:** কেস টু কেস মেরিট বিবেচনায় অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ৭৫% এবং আইন খরচ আদায় সাপেক্ষে।

৮.০। এককালীন নিষ্পত্তি (৯০ দিনের মধ্যে) এর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ:

অনুচ্ছেদ ৬.১ এ বর্ণিত এক বা একাধিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় নিশ্চিত এবং আয় খাত ডেবিট না করে শ্রেণীকৃত বা অবলোপনকৃত ঋণ এককালীন পরিশোধের শর্তে ঋণগ্রহীতা মওকুফ অবশিষ্ট টাকা সিদ্ধান্ত অবহিতকরণের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে পারবে।

৮.১. **ডাউন পেমেন্ট:**

৮.১.১. **মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে:** মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ১০% অথবা মোট লেজার স্থিতির (Total Outstanding) ৫%- এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।

৮.১.২. **মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে:** মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ১০% ও হালনাগাদ ব্যয়িত আইন খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ।

৮.১.৩. ঋণ আদায়ের স্বার্থে যৌক্তিক বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ড ডাউন পেমেন্টের ন্যুনতম পরিমাণ শিথিল করে সুদ মওকুফের আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে এ জাতীয় প্রতিটি কেস ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

চলমান পাতা -৫

৮.২. **সুদ মওকুফের পরিমাণ/সীমা:**

৮.২.১. **মামলাবিহীন ঋণের সুদ মওকুফ:**

৮.২.১.১. অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

৮.২.১.২. সুদ অনিশ্চিত খাতে রক্ষিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

৮.২.২. **মামলাধীন ঋণের সুদ মওকুফ:**

৮.২.২.১. অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

৮.২.২.২. সুদ অনিশ্চিত খাতে রক্ষিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

৮.২.২.৩. আইন খরচ আদায় সাপেক্ষে।

৯.০। **সুদ মওকুফ ক্ষমতা:**

আয় খাত ও প্রভিশন ঘাটতি না করে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় নিশ্চিতপূর্বক ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদ মওকুফ করা যাবে:

সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি	পরিচালনা বোর্ড	নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত সকল প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগের সুদ মওকুফ

১০.০। **তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের শর্ত শিথিল করে এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ:**

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) ঘাটতি দিয়ে এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ করা যাবে:

১০.১. বিক্রিত ও বন্ধ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এবং অবলোপনকৃত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে (অবলোপনকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে)।

১০.২. ঋণের জামানত, সহ-জামানত, প্রকল্প সম্পত্তি এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় হতেও Cost of Fund পূরণ করা না গেলে।

১০.৩.(ক) যদি পাওনা আদায়ের সকল আইনগত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পাওনা আদায় করা না যায়।

(খ) অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৪৭ (১) ধারা অনুযায়ী কোন ঋণগ্রহীতার উপর দায় এমনভাবে আরোপ করা যাবে না, যাতে আদালতে উত্থাপিত সমুদয় দাবি আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০% (১০০+২০০=৩০০ টাকা) এর অধিক হয়। এই আইনের আলোকে কর্পোরেশন কর্তৃক যে সকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আসল ঋণের তিন গুণ আদায় হয়েছে, কিন্তু তারপরও ঋণ স্থিতি (Loan Outstanding) রয়ে গেছে সে সকল ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে।

১০.৪. Distressed case অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার মৃত্যু, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মড়ক, নদী ভাঙ্গন বা দুর্দশাজনিত কারণে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে।

চলমান পাতা -৬

১১.০। কিস্তিতে পরিশোধ (সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে) এর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ:

অনুচ্ছেদ ১০ এ বর্ণিত এক বা একাধিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) ঘাটতি দিয়ে এবং আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ করা যাবে।

১১.১. **ডাউন পেমেন্ট:**

১১.১.১. **মামলাবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে:** মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ১০% অথবা মোট লেজার স্থিতির ৫%- এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।

১১.১.২. **মামলাধীন ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে:** মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ১০% ও হালনাগাদ ব্যয়িত আইন খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ।

১১.১.৩. ঋণগ্রহীতার সুদ মওকুফ আবেদন গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে জমাকৃত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গ্রহণপূর্বক স্থগিত হিসাবে সংরক্ষণ করা যাবে।

১১.১.৪. ঋণ আদায়ের স্বার্থে যৌক্তিক বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ড ডাউন পেমেন্টের ন্যুনতম পরিমাণ শিথিল করে সুদ মওকুফের আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে এ জাতীয় প্রতিটি কেস ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১১.২. **সুদ মওকুফের পরিমাণ/সীমা:**

আয় খাত ডেবিট না করে অনারোপিত সুদ এবং সুদ অনিশ্চিত হিসাবে রক্ষিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

১২.০। এককালীন নিষ্পত্তি (৯০ দিনের মধ্যে) এর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ:

অনুচ্ছেদ ১০ এ বর্ণিত এক বা একাধিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের শর্ত শিথিল করে এবং আয় খাত ডেবিট না করে এককালীন নিষ্পত্তির মাধ্যমে সুদ মওকুফ করা যাবে:

১২.১. **ডাউন পেমেন্ট:**

১২.১.১. **মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে:** মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ১০% অথবা মোট লেজার স্থিতির ৫%- এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।

১২.১.২. **মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে:** মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ১০% ও হালনাগাদ ব্যয়িত আইন খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ।

১২.১.৩. ঋণ আদায়ের স্বার্থে যৌক্তিক বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ড ডাউন পেমেন্টের ন্যুনতম পরিমাণ শিথিল করে সুদ মওকুফের আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে এ জাতীয় প্রতিটি কেস ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১৩.০। সুদ মওকুফের পরিমাণ/সীমা:

আয় খাত ডেবিট না করে অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

চলমান পাতা -৭

১৪.০। অনুমোদনের ক্ষমতা:

সুদ মওকুফ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭, তারিখ: ১২/০২/২০০৮ এর আলোকে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের শর্ত শিথিল করে সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদ মওকুফ করা যাবে:

সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি	পরিচালনা বোর্ড	নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত সকল প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগের সুদ মওকুফ

১৫.০। সুদ মওকুফ সুবিধা পুনর্বহাল/সময়সীমা বর্ধিতকরণঃ

সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করার পর কোম্পানি/ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তা/পরিচালক সুদ মওকুফোত্তর পাওনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সুদ মওকুফ সুবিধা পুনর্বহাল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে:

১৫.১. মওকুফ সুবিধা পুনর্বহালের আবেদন মওকুফ সুবিধা বাতিলের ০১ বছরের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

১৫.২. সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধে কোম্পানি/ঋণগ্রহীতাকে পাওনা অর্থের সমপরিমাণ অগ্রীম চেক প্রদান করতে হবে।

১৫.৩. মওকুফ সুবিধা পুনর্বহাল এবং এককালীন বা কিস্তি পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সুদ হার ও মেয়াদ হবে নিম্নরূপ:

পরিশোধের সময়সীমা	প্রদেয় সুদ %	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
০১ বছর পর্যন্ত	আইসিবি নির্ধারিত হার বা Cost of Fund যেটি বেশী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০১ বছর হতে ০৩ বছর	আইসিবি নির্ধারিত হার বা Cost of Fund যেটি বেশী + অতিরিক্ত ২%	পরিচালনা বোর্ড

১৬.০। ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির গঠন:

কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সমন্বয়ে ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

১৭.০। সুদ মওকুফ ও ঋণ হিসাব নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিপালনীয় বিষয়াদি:

১৭.১. সংস্থার নিজস্ব নীতিমালার আওতায় কোন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে এগিয়ে আসলে সুদ মওকুফ করা যাবে। একাধিক বার সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা/পুনঃবিবেচনা নিরুৎসাহিত করতে হবে।

১৭.২. মওকুফ আবেদন বিবেচনা করার জন্য প্রকল্প পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

১৭.৩. সুদ মওকুফের প্রতিটি প্রস্তাব ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

চলমান পাতা -৮

১৭.৪. সুদ মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হিসাবে চিহ্নিত হবে।

১৭.৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারী(গণ) ঋণের দায় পরিশোধে ভূমিকা রাখবে কি না সে সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে।

১৭.৬. ঋণগ্রহীতার ব্যবসা চলমান থাকলে সেখান থেকে কি পরিমাণ আয়ের সংস্থান হতে পারে তা যাচাই সংক্রান্ত তথ্যাদি ।

১৭.৭. মওকুফ অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র ।

১৭.৮. ঋণ হিসাব মামলাকৃত না হলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্ধকীকৃত সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২ ধারা অনুযায়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয় না হলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় মামলা দায়ের করতে হবে।

১৭.৯. মামলাবিহীন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির অন্তবর্তী সময়ে কোন ঋণ তামাদি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সুদ মওকুফের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে।

১৭.১০. ঋণের স্থিতির পরিমাণ জামানত/সহায়ক জামানতের (Collateral) মূল্যের চেয়ে অধিক হলে, উদ্যোক্তার অন্য কোন সম্পদ আছে কি না সে বিষয়ে জানার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৭.১১. সুদ মওকুফের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিবেচনায় প্রচলিত নিয়মে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.১২. সুদ মওকুফের পরিমাণ সময়ভিত্তিক বিবেচনায় না নিয়ে আরোপিত ও অনারোপিত সুদ হালনাগাদ হিসাবায়ন করে রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রস্তাবের গুণগত মান বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদ মওকুফ বিবেচনাযোগ্য।

১৭.১৩. সুদ মওকুফ অবশিষ্ট বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট প্রধান মাসিক ভিত্তিতে আদায়ের অগ্রগতি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৭.১৪. সুদ মওকুফ অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের অবস্থান ও গৃহিত ব্যবস্থাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

১৮.০। বিশেষ প্রেক্ষাপটে জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালন:

অত্র নীতিমালায় উল্লেখ নেই কিন্তু সময় সময় বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়ে জারীকৃত আইন, নীতিমালা ও পরিপত্র ইত্যাদি পরিচালনা বোর্ডের অবগতি ও অনুমোদনক্রমে পরিপালন করা যাবে।

১৯.০। বিবিধ:

১৭.১. অত্র নীতিমালা কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও পূর্বে সম্পাদিত কাজ যথাযথ ও গৃহিত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১৭.২. অত্র নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন, রহিতকরণ একমাত্র পরিচালনা বোর্ডের কর্তৃত্বে ও অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হবে।

=সমাপ্ত=